২.৫.৩ ভারতের আকাশসীমা (Air Border of India) ঃ-

কোন দেশের স্থলসীমা ও জলসীমার উপর লম্বভাবে যে আকাশ বিদ্যমান তা সম্পূর্ণভাবে ঐ রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রনাধীন। রাষ্ট্রের সীমারেখা অনুযায়ী জলসীমা ও স্থলসীমার মোট আয়তনের সঙ্গে আকাশসীমার আয়তন একই হয়। কোন দেশের ভূ-খন্ডের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে গেলে আকাশসীমার দিকে নজর দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন। অতীতে আকাশসীমার গুরুত্বের উপর তেমন নজর দেওয়া হত না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকান B-29 বোমারু বিমানের মাধ্যমে জাপানের হিরোশীমাতে ভয়াবহ অস্ত্রের ব্যবহারের পর, যুদ্ধ ক্ষেত্রে বিমানের প্রয়োজনীয়তা এবং সেই সঙ্গে নির্দিষ্ট আকাশসীমা নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। আকাশসীমা যেমন যুদ্ধের সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তেমনি শান্তির সময় বিভিন্ন সামরিক ও অসামরিক বিমান চলাচলের ক্ষেত্রে আকাশসীমাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। বর্তমানে বিভিন্ন দেশ যেমন বিভিন্ন ধরনের জঙ্গী বিমান দিয়ে আকাশসীমাকে রক্ষা করে তেমনি র‍্যাডার (Radar) যন্ত্রের সাহায্যে আকাশসীমার উপর নজরদারী করা হয়। র‍্যাডার যন্ত্রের সাহায্যে আকাশসীমা পরিদর্শন বিজ্ঞান সম্মত। কারণ এর সাহায্যে সর্বক্ষণ নজর রাখা সম্ভব হয়। তাই বিভিন্ন দেশ তার সীমান্ত এলাকার কাছাকাছি বিভিন্ন রেঞ্জের (Range) র‍্যাডার স্টেশন (Radar Station) স্থাপন করেছে। শুধু মাত্র বোমারু (Bomber) বিমান দ্বারাই আকাশসীমা লঙ্ঘন হয় না। বিভিন্ন রেঞ্জের ক্ষেপণাস্ত্র (Missile) ও কৃত্রিম উপগ্রহের (Satellite) দ্বারাও আকাশসীমা লঙ্ঘন করা যায়। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে যে, কিছু বিমান ছিনতাইকারী তাদের নিজের স্বার্থের কথা মাথায় রেখে এক দেশের বিমানকে আকাশসীমা লঙ্ঘন করিয়ে অন্য দেশে নিয়ে যায় এবং তাদের উদ্দেশ্য সাধন করে। সাম্প্রতিককালে নেপালের কাঠমান্ডু থেকে কিছু সন্ত্রাসবাদী একটি ভারতীয় যাত্রীবাহী বিমানকে ভারতের আকাশপথ থেকে আকাশসীমা লঙ্ঘন করিয়ে আফগানিস্থানে নিয়ে যায়। অবশেষে ভারতে আটক সন্ত্রাসবাদীকে মুক্তির বিনিময়ের মাধ্যমে যাত্রীদের মুক্তি দেয়। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে যখন ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ হয়েছিল তখন পাকিস্তানী বিমান ছিনতাইকারীরা ভারতের যাত্রীবাহী বিমান জোর করে আকাশসীমা লঙ্ঘন করিয়ে লাহোরে নিয়ে যায় এবং সেটা পুড়িয়ে দেয়। তারা আন্তর্জাতিক বিমান চলাচল সংক্রান্ত আইন লঙ্ঘন করে। ১৯৯৯ সালের কার্গিল যুদ্ধের সময় পাকিস্তানীরা ভারতের একটি মিগ্-২১ (Mig-21) বিমানকে গুলি করে নামিয়েছিল আকাশসীমা লঙ্ঘনের অজুহাতে। কোন

Scanned with CamScanner

দেশের স্থলসীমা ও জলসীমা অতিক্রম করতে যে পরিমাণ বাধাপ্রাপ্ত হতে হয়, তার তুলনায় আকাশসীমা লঙ্ঘন করা অনেক সহজ।

আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে কোন সামরিক বিমান বিনা অনুমতিতে কোন দেশের আকাশসীমা লঙ্ঘন করতে পারে না। কোন দেশ এই নিয়ম অমান্য করলে, অপরাধী হিসেবে সংশ্লিষ্ট দেশ তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে। কোন দেশকে যদি নিজের দেশের আকাশসীমা ব্যবহার করতে দেওয়া হয়, তাহলে তার জন্য একটি 'এয়ার করিডর' (Air Corridor) নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। এই 'এয়ার করিডর' ব্যবহার করে এক দেশের বিমান অন্যদেশে যাতায়াত করে।

ভারতের অধীনস্ত স্থলভাগের উপরের আকাশ এবং বঙ্গোপসাগর, আরবসাগর ও ভারত মহাসাগরের অভ্যন্তরে রাষ্ট্রীয় সমুদ্রসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত উপরের আকাশ ভারতের আকাশসীমার অন্তর্গত। এছাড়াও বঙ্গোপসাগরের অভ্যন্তরে অবস্থিত আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং আরবসাগরের অভ্যন্তরে অবস্থিত লক্ষদ্বীপ ও মিনিকয় দ্বীপপুঞ্জের উপরের আকাশ ভারতের আকাশসীমার মধ্যে পড়ে। পাকিস্তানীরা বার বার ভারতের আকাশসীমা লঙঘন করে ভারতের নিরাপত্তায় বিঘ্ন ঘটায়। তাছাড়া আমেরিকার তৈরী নানা স্পাই-স্যাটেলাইট (Spy Satellite) ভারত সহ বিভিন্ন দেশের আকাশসীমার উপর দিয়ে ঘুরে বেড়ায়। যাহা নিরাপত্তায় বিঘ্ন ঘটায়।

Sem - II

তাই ভারত ও অন্যান্য দেশের আকাশসীমা সুরক্ষিত রাখতে গেলে দরকার বিভিন্ন ক্ষিপ্রগতি সম্পন্ন বিমান, বিমান বিধ্বংসী কামান (Anti-Aircraft Cannon), ভূমি থেকে আকাশগামী ক্ষেপণাস্ত্র (Surface to Air Missile), অ্যান্টি স্যাটেলাইট ওয়েপন (ASAT-Anti Satellite Weapon), উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন র‍্যাডার (RADAR) যন্ত্র, বিমানের টহলদারী (Air Patrolling) ইত্যাদির সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা। ভারতের মত অর্থনৈতিক অবস্থার দেশের পক্ষে সুপরিকল্পিত ভাবে আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্র ও যন্ত্রপাতির ব্যবহার দ্বারা আকাশসীমাকে সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত রাখা সম্ভব নয়। তবুও বর্তমানে যুদ্ধের গতি প্রকৃতি যে ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে সেইখানে দাঁড়িয়ে এবং নিজের নিরাপত্তা ও অস্তিত্বের কথা চিন্তা করে দেশের আকাশসীমাকে সুরক্ষিত রাখা প্রয়োজন। কারণ বর্তমানে যে কোন আক্রমণের পরিকল্পনা এবং তার সুপরিকল্পিত ব্যবহার করতে গেলে প্রথমে বিমান বাহিনীকেই মুখ্য ভূমিকা পালন করতে হয়। স্থলবাহিনী ও নৌবাহিনীর অগ্রগতিকে নিরাপদ ও আক্রমণাত্মক করতে গেলে বিমান বাহিনীর সাহায্য ছাড়া সম্ভব হয় না। আবার এই স্থল ও নৌ-বাহিনীর অগ্রগতি নির্ভর করে আকাশসীমার নিরাপত্তার উপর। উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলতে পারি যে ভারত তথা বিশ্বের প্রতিটি দেশের নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা নির্ভর করে সেই দেশের আকাশসীমার নিরাপত্তার উপর। তাই যে কোন দেশের নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষায় আকাশসীমা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

Scanned with CamScanner